লাভ করিয়াছে, আমরাও সেই মাধুর্য্য কায়ব্যূহরূপে লাভ করিয়াছি।” এস্থানে অর্থবশে বিভক্তির বিপরিণাম অর্থাৎ ‘যযুঃ’ ক্রিয়াস্থলে ‘যযিম’ প্রয়োগ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অঙ্ঘ্রি পদটি আদরমাখা উক্তিতে বলা হইয়াছে। এস্থলে অরিগণও স্মরণের প্রভাবে সেই তত্ত্ববস্তুটি লাভ করিয়াছিল—এইরূপ উক্তি দ্বারা বিধিমার্গ হইতে ভাবমার্গের সত্বর প্রয়োজনসাধকত্ব দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ কর্ত্তব্যতাবোধে উপাসনায় তেমন সত্বর অভীষ্ট কার্য্যে মনের আবেশ হয় না, ভাবমার্গে যেমন সত্বর নিজ অভীষ্টে আবেশের গাঢ়তা প্রকাশ পায়। শ্লোকস্থ সমদৃশ পদে শ্রীনন্দনন্দনস্বরূপে প্রাপ্তি রাগানুগা-ভক্তিতেই হইয়া থাকে—ইহাই সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা না হইলে সর্ব্বসাধন এবং সাধ্যবিষয়ে অভিজ্ঞ শ্রুতিগণ অন্যপ্রকার সাধনে প্রবৃত্ত হইতেন। আর বুঝিতে হইবে যে মুনিগণও স্মরণনিষ্ঠ, অরিগণও স্মরণনিষ্ঠ; তন্মধ্যে প্রথম মুনিগণের মুখ্যত্ব, দ্বিতীয় অরিগণের গৌণত্ব দেখান হইয়াছে। আবার স্ত্রী অর্থাৎ ব্রজাঙ্গনাগণের মুখ্যত্ব, শ্রুতিগণের গৌণত্ব। যেহেতু উভয় স্থানেই ‘অপি’ শব্দের সাহিত্য থাকায়, উত্তর অর্থাৎ পরের চরণে ‘অপি’ শব্দ না থাকায় একার্থতা বোধ করাইতেছে। অর্থাৎ মুনিগণ এবং অরিগণের প্রাপ্তির সমতা এবং ব্রজঙ্গনাগণের ও শ্রুতিগণের প্রাপ্তির তুল্যতা। এস্থলে স্ত্রীশব্দে নিত্যসিদ্ধা গোপীগণকেই বুঝান হইয়াছে, তেমনই শ্রুতিগণও শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধামে শ্রীব্রজাঙ্গনাগণকে দেখিয়াছিলেন—ইহা বৃহৎ বামনপুরাণে প্রসিদ্ধ আছে। ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে—শ্রুতিগণ কোথায় ব্রজাঙ্গনাগণের সেই ভাব দর্শন করিয়াছিলেন, যাহা দর্শনে তাঁহারা তাহা পাইবার জন্য সমুৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে সমাধান করিবার জন্য বলিতেছেন—শ্রুতিগণ নিত্যধামে তাঁহাদিগকে দেখিয়াছিলেন। অতএব পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্যাখ্যাটি সুন্দরই করা হইয়াছে। ‘কামাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াৎ” ইত্যাদি শ্লোকের “আবেশ্য তদঘং হিত্বা”—এই স্থলে ‘অঘ’ শব্দ শ্রীভগবানকে দ্বেষ ও ভয় করাতে যে পাপ, তাহা শূন্য হইয়া অভীষ্টা গতি লাভ করিয়াছিলেন—এইরূপ ব্যাখ্যাটি সমীচীন হইয়াছে। অর্থাৎ কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে—শ্রীভগবানে কামভাব পোষণ করাও পাপজনক। তাহাদের সেই কুব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন যে—শ্রীভগবানকে ভয় ও দ্বেষ করা জন্য যে পাপ, তাহাই আবেশ সামর্থ্যে নষ্ট হইয়া থাকে।

এইক্ষণ পূর্ব্ব উল্লিখিত বহু বহু জন অভীষ্টগতি লাভ করিয়াছিল। এই বিষয়ে নিদর্শন অর্থাৎ প্রমাণ দেখাইতেছেন—